দশকুমারচরিত[১] : দশকুমার গ্রন্থের দুটি প্রধান ভাগ—পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা; প্রথমার্ধে পাঁচটি ও দ্বিতীয়ার্ধে আটটি উচ্ছ্বাস। গ্রন্থের বিভিন্ন পাঠে মূল আখ্যানের অবান্তর ভেদ ছিল। সমগ্র অংশ দণ্ডীর রচনা নয়। মূল গ্রন্থে ৮ জন কুমারের (৭ জনের সম্পূর্ণ কাহিনী এবং ৮মের প্রারম্ভ পর্যন্ত) কাহিনী বর্ণিত ছিল। প্রথমার্ধে দশ কুমারের জন্ম থেকে কৈশোর জীবন, দুজন রাজকুমারীর কাহিনী এবং রাজবাহনচরিতের সূচনা করা হয়েছে। দশকুমারচরিত নামটির সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্য অতিরিক্ত দুই কুমারের কাহিনী পরে সংযোজিত। গ্রন্থের সূচনা এবং শেষ অংশ দণ্ডীর রচনা নয়; চক্রপাণি দত্ত নামক দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক পণ্ডিত পূর্বপীঠিকার প্রারম্ভে এবং উত্তরপীঠিকার শেষে অতিরিক্ত কাহিনী যুক্ত করে মূল কাহিনীকে নিটোল পরিসমাপ্তি দান করেছেন। সুতরাং দুই পীঠিকার সামগ্রিক আখ্যানকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়—ভূমিকাপর্ব, মূলপর্ব এবং খিলপর্ব।

Scanned with CamScanner

কাহিনী ঃ মগধের রাজা রাজহংস, পুষ্পপুরী তাঁর রাজধানী। রাজার তিন মন্ত্রী—ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব ও সিতবর্মা; ধর্মপালের তিন পুত্র—সুমন্ত্র, সুমিত্র ও কামপাল; পদ্মোদ্ভবের দুই পুত্র—সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব; সিতবর্মারও দুই পুত্র—সুমতি ও সত্যবর্মা। মন্ত্রিপুত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল কামপাল গৃহত্যাগী, রত্নোদ্ভব বাণিজ্য কর্মে প্রবাসী এবং সত্যবর্মা সংসারবিরাগী হয়ে সন্ন্যাসী; অবশিষ্ট চারজন পৈত্রিক আমত্যপদে ব্রতী।

মালবরাজ মানসার রাজহংসের দ্বারা পরাভূত হয়েও পুনরায় পাটলিপুত্র আক্রমণ করে রাজহংসকে পরাজিত করেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজহংস মন্ত্রীদের সঙ্গে সস্ত্রীক বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে প্রত্যেকে এক একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন। রাজহংসের পুত্র রাজবাহন এবং মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, প্রমতি ও বিশ্রুত নামক চারজন মন্ত্রিপুত্র একত্র বড় হতে থাকলেন। অন্যদিকে রাজহংসের ভাগ্যবিপর্যয়ের সময় তাঁর সাহায্যের জন্য মিথিলারাজ প্রহারবর্মা যখন এগিয়ে আসছিলেন, তখন বনমধ্যে শবরদের আক্রমণে তাঁর দুই পুত্র ধাত্রীসহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ভাগ্যক্রমে ঐ দুই রাজপুত্র উপহারবর্মা ও অপহারবর্মা রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হলে সকলে একত্র বাস করতে থাকেন। রত্নোদ্ভবের পুত্র পুষ্পোদ্ভব, কামপালের পুত্র অর্থপাল এবং সত্যবর্মার পুত্র সোমদত্ত নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে রাজপুত্র রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হলেন। একদা রাজবাহন মধ্যরাত্রে বন্ধুদের ত্যাগ করে মাতঙ্গ নামক ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাতাল রাজ্যে যাত্রা করলেন। পরদিন বন্ধুরা রাজবাহনের সন্ধানে প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করলেন এবং প্রত্যেকেই রোমাঞ্চকর অভিযানের মধ্য দিয়ে বিচিত্র-অভিজ্ঞতা অর্জন করে কালক্রমে একে একে অপ্রত্যাশিতভাবে রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রত্যেকে সকলের সম্মুখে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করলেন। দশ কুমারের মুখে বর্ণিত কাহিনীই আলোচ্য দশকুমারচরিত নামে প্রসিদ্ধ।

Scanned with CamScanner

অবন্তিসুন্দরীকথা[২৮] পুঁথিতে রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না এবং গ্রন্থটিও অসম্পূর্ণ। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর নামসংগ্রহমালায় অবন্তিসুন্দরী গ্রন্থটিকে দণ্ডীর রচনারূপে উল্লেখ করেছেন[২৯]। প্রাচীন টীকাকারগণও আখ্যায়িকারূপে অবন্তিসুন্দরীর নামে করেছেন[৩০]। সম্ভবতঃ অবন্তিসুন্দরীর কাহিনী ছিল দশকুমারচরিতে বর্ণিত মূল কাহিনীর প্রারম্ভিক অংশ এবং পরবর্তী কালে উক্ত রচনাটি লুপ্ত হলে তার সারাংশ দশকুমারের পূর্বপীঠিকারূপে যুক্ত হয়। তাই পণ্ডিতদের অনুমান দশকুমারের ন্যায় অবন্তিসুন্দরীর মূল কাহিনীও বৃহৎকথার কোনও গল্প থেকে সংগৃহীত। কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে অবন্তিসুন্দরীতে বর্ণিত কাহিনীর মোটামুটি মিল পাওয়া যায়—শৌনক (রাজকন্যা বন্ধুমতীর প্রণয়ী) কামপালরূপে জন্ম নিয়েছেন, শৌনকপত্নী বন্ধুমতী হয়েছেন কান্তিমতী, এবং বন্ধুমতীর পরিচারিকা জন্ম নিয়েছেন তারাবলীরূপে। অবন্তিসুন্দরীতে সমুদ্রদত্ত ও কাদম্বরী এবং শৌনক ও বন্ধুমতীর আখ্যান বিবৃত। আলোচ্য আখ্যানের সঙ্গে বাণের কাদম্বরী-আখ্যানের সাদৃশ্য থাকলেও ভূষণভট্ট কর্তৃক রচিত কাদম্বরীর উত্তরভাগের আখ্যানের সঙ্গে খুব বেশি তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। অবন্তিসুন্দরীর ভূমিকায় দণ্ডীর সংক্ষিপ্ত

Scanned with CamScanner

আত্মজীবনী বাসবদত্তা ব্যাস, সুবন্ধু, গুণাঢ্য, মূলদেব, শূদ্রক, ভাস, সর্বসেন, প্রবরসেন, নারায়ণ, বাণ ও ময়ূরের নাম উল্লিখিত এবং কয়েকজনের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য পরিবেশিত[৩৭]।

রচনাশৈলীর বিচারে অবন্তিসুন্দরী কথা বাণভট্টের কাদম্বরীর সমপর্যায়ের রচনা। ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দণ্ডী সম্ভবতঃ সুপরিকল্পিতভাবে বাণকে অনুসরণ করেছেন। শিবরাম, কবীন্দ্রাচার্যসরস্বতী, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণ দশকুমারের টীকা রচনা করেছেন।

প্রাচীন সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক ও রসিকজন দণ্ডীর কবিকৃতির প্রশংসা করে তাঁকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোনও সহৃদয়ের মতে বাল্মীকির পর ব্যাসের স্থান এবং তারপর দণ্ডীর মর্যাদা[৩৮]; কোনও মতে দণ্ডী ও বাণভট্টের কাছে অন্য কবিরা কুণ্ঠবাক[৩৯]; অপর কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে যে কালিদাস ও দণ্ডী উভয়ের উৎকর্ষ বিচারে স্বয়ং বাগ্‌দেবী দণ্ডীকে মহৎ কবির মর্যাদা দেন এবং কালিদাসকে আত্মস্বরূপ বলে দাবী করেন[৪০]। আলঙ্কারিক রাজশেখর দণ্ডীর তিনটি গ্রন্থের সমধিক জনপ্রিয়তার কথা প্রচার করেছেন একথা পূর্বেই উক্ত। অপর একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে কালিদাস, ভারবি ও মাঘের বৈশিষ্ট্য উল্লেখের সঙ্গে দণ্ডীর পদলালিত্য প্রশংসিত[৪১]; গঙ্গাদেবী স্বীয় কাব্যে দণ্ডীর অমৃতকল্প বাণীর গুণগান করেছেন[৪২]।

দশকুমারচরিতে আধুনিক উপন্যাসসুলভ বহু উপাদান বর্তমান। দণ্ডীর প্রধান আকর্ষণ তার বাস্তবধর্মিতা; রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, মন্ত্রী, মন্ত্রিপুত্র প্রভৃতি রাজকীয় চরিত্রের সঙ্গে ধূর্তা রাজগণিকা, প্রতারক বৌদ্ধভিক্ষু, চতুরা কুট্টনী, যবন নাবিক, ভণ্ড জুয়াড়ী ও সন্ন্যাসী, লুব্ধ ব্রাহ্মণ, নিপুণ তস্কর প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের বহুবিধ চরিত্রের ভীড়; অন্যদিকে মর্ত্যের রাজকুমার ও পাতালপুরীর রাজকুমারীর রোমান্টিক প্রেম, জাহাজডুবি, রাষ্ট্রদ্রোহ, জলযুদ্ধ, মারদাঙ্গা, খুন, নারীহরণ প্রভৃতি লোমহর্ষক ঘটনার ঘনঘটা। মৃচ্ছকটিকের মত দণ্ডীর রচনাতেও তৎকালীন নগরজীবনের অবক্ষয়, বিলাসব্যসনপ্রমোদ, লাম্পট্য, গণিকাসক্তি, ভণ্ডামি, রাজনীতির কুটিল আবর্ত, গণজীবনের সাধারণ আমোদ-আহ্লাদ, দারিদ্র্য এবং নায়ক ও অন্যান্য প্রধান চরিত্রের শৌর্য-বীর্য-বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি সুনিপুণ কৌশলে মনোহারী ভাবে ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় অঙ্কিত[৪৩]। অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে দণ্ডীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তাঁর নায়কেরা বহুবিদ্যাবিশারদ, ছলে-বলে-কৌশলে আপন আপন উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর এবং ভূমি ও নারীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যমী। গতানুগতিকতাবর্জিত, সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ ও সরল রচনা এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রথম; কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাচীন কথাসাহিত্যের কিঞ্চিৎ প্রভাব পড়লেও ভাব-ভাষা ও কাহিনীগ্রন্থনে দণ্ডীর অনন্যসুলভ কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকার্য। শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস, করুণ, হাস্য প্রভৃতি রসের সমাবেশ, সরস বাচনভঙ্গী, ওজস্বী ভাষা, বিচিত্র শব্দসম্ভার প্রভৃতি বহুগুণে দশকুমার অতুলনীয় সৃষ্টি[৪৪]।

দণ্ডীর রচনাশৈলীর নমুনা ঃ রাজা রাজহংসের বর্ণনা—তত্র বীরভট-পটলোত্তরম -তুরঙ্গকুঞ্জর-মকরভীষণ-সকলরিপুগণকটকজলনিধিমথন-মন্দরায়মাণ-সমুদ্দণ্ড-ভুজদণ্ড-

Scanned with CamScanner

মণ্ডলঃ পুরন্দর-পুরাঙ্গণ-বনবিহরণপরায়ণ-তরুণগণিকাগণনীয়মানয়া অতিমানয়া শর-দিন্দুকুন্দঘন-সার-নীহারহার-মৃণালমরাল-সুরগজনীর-ক্ষীরগিরীশাট্টহাস-কৈলাশকাশ-নীকাশমূর্ত্যা রচিতদিগন্তরালপূর্ত্যা কীর্ত্যা অভিতঃ সুরভিতঃ, স্বর্লোকশিখরোরু-রুচিররত্ন-রত্নাকরবেলামেখলাবলয়িত-ধরণীরমণী-সৌভাগ্যভোগভাগ্যবান্ অনবরত-যাগ-দক্ষিণারক্ষিতশিষ্টবিশিষ্ট-বিদ্যাসম্ভারভাসুর-ভূসুরনিকরো বিরচিতারাতিসন্তাপেন প্রতাপেন সততত্তুলিত-বিয়ন্মধ্যহংসো রাজহংসো নাম ধনদর্পকন্দর্প-সৌন্দর্য-সোদর্যহৃদ্যনিরবদ্য-রূপো ভূপো বভূব। দশকুমার (হরিদাস) পৃঃ ৪৬।

অবন্তিসুন্দরীকথায় লক্ষ্মীর বর্ণনা—'কিমনয়া নাচরিতম্ ইন্দ্রজালেষু? কিমনভ্যস্তং প্রলম্ভনেষু? কিমু শোষিতং মহাপাতকেষু? কিমগণিতমকার্যেষু? কিমপ্রবর্তিতং বর্ণসঙ্করেষু? কিমভিন্নং মর্যাদাসু? কিমনুদ্ভাবিতং মোহবিলসিতেষু? কিমপ্রতিহতং জালবর্ত্মসু? রজ্জুরিয়মুদ্বন্ধনায় সত্যবাদিতায়া, বিষমিয়ং জীবিতহরণায় মাহাত্ম্যস্য, শস্ত্রমিয়ং বিশসনায় সৎপুরুষবৃত্তান্তানাম্, অগ্নিরিয়ং নির্দহনায় ধর্মস্য, সলিলমিয়ং নিমজ্জনায় সৌজন্যস্য, ধূলিরিয়ং ধূসরীকরণায় চরিত্রস্য....।'

অবন্তিসুন্দরীকথায় নৃত্যরতা বিন্ধ্যসেনার বর্ণনা—'অধিকচতুরশ্রচারিতাক্ষিভ্রুবম্, অবিরলচরণনিকুঞ্চনক্কনিতনূপুরম্, আবিদ্ধাকুলকুসমদামধম্মিল্লবন্ধম্, অসকৃদাকুঞ্চিত-প্রসারিতাঞ্চিতোৎক্ষিপ্তভুজলতাবলম্বিতোত্তরীয়ম্ আরোচিতনিতম্বফলকবাচালমেখলম্, আন্দোলিতকর্ণপাশলোলকুণ্ডলাবঘট্টিতাংসম্, অনবধানস্খলিতপাদবিষমিতলয়ম্, আয়াসশ্বাসভিন্নগীতরাগম্, আবর্জিতপৃথুপয়োধরহারম্....।'

Scanned with CamScanner